আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কি?

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের অন্ততঃ ৫টি জেলায় (বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর) অজস্র ছোট-বড় পাথর খাদান ও ক্রাশার চলে গত বেশ কিছু দশক ধরেই। এদের অধিকাংশটাই বেআইনি এবং এদের সম্পর্কে খুব সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। এই সমস্ত কারখানা ও খাদানে কাজ করার জন্য সারা রাজ্য থেকেই গরীব মানুষ আসেন এবং অনেকেই ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। শুধু এই শিল্পতে কাজ করেছেন এমন মানুষের সংখ্যাই সম্ভবতঃ ১০ লক্ষের বেশী হবে। এর সাথে অন্য সব ধরনের শিল্পের কথা ভাবলে সিলিকোসিস হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে বাঁচেন এমন মানুষের সংখ্যা কোটি ছাড়ানোও অসম্ভব নয়।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সিলিকোসিসের কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ আছে কি?

হ্যাঁ। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বেশ কয়েকশো মানুষের কথা গত ৭-৮ বছরে জানতে পারা যাচ্ছে যাঁরা গত এক দশকে এই ধরনের পাথরের কারখানায় কাজ করেছেন। ইতিমধ্যে এঁদের মধ্যে প্রায় ৫০ জন মারা গেছেন যাঁদের অনেকের ক্ষেত্রেই সিলিকোসিসই মৃত্যুর কারণ এমনটা ধরা গেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি এবিষয়ে সচেতন ও কোন দায়িত্ব নিচ্ছেন?

অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছু সিলিকোসিসে মৃত মানুষের পরিবারকে আর্থিক অনুদান দিয়েছেন। এই মানুষের চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল ক্যাম্পেরও চেষ্টা চলছে। কিন্তু সার্বিকভাবে কোন উদ্যোগ জানা যায়নি। দুই ২৪ পরগণার মানুষ নিজেদের দাবীদাওয়া নিয়ে একটা লড়াই গড়ে তুলেছেন বলে ও আদালতে লড়াই করেছেন বলে এই সমস্ত সুযোগসুবিধা শুধুমাত্র এই এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকছে। সারা পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের ব্যাপারে তথ্য এখনো অনুপস্থিত। তবে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারও অন্যান্য রাজ্যসরকারগুলোর মত সিলিকোসিস পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন।

আমাদের করণীয় -

সমস্ত শ্রমিক সংগঠন, নাগরিক সংগঠন, বিস্তৃত নাগরিক সমাজ, চিকিৎসক, আইনজীবী সবাই মিলে এই বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে, শ্রমিকদের সচেতন করে তুলতে হবে ও সরকারের কাছে ক্রমাগত দাবী তুলতে হবে যাতে এই অবস্থাটা বদলায়।

আমাদের দাবী -

১) সিলিকোসিস হয় এমন সব শিল্পক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা, তাদের সমস্তরকম সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করা,
২) বেআইনি সমস্ত কারখানা বন্ধ করা,
৩) এই বন্দোবস্ত এতকাল ধরে চালিয়ে এত মানুষের মৃত্যুর কারণ হওয়ার জন্য মালিক, আমলা, প্রশাসক, ও নেতা-মন্ত্রীদের শাস্তির বন্দোবস্ত করা,
৪) অবিলম্বে রাজ্য জুড়ে এই ধরনের সমস্ত ক্ষেত্র ও সেখানে কর্মরত শ্রমিকের নির্ভরযোগ্য সার্ভে করা,
৫) সিলিকোসিস পুনর্বাসন প্রকল্পের যতদ্রুত সম্ভব ব্যবস্থা করা যাতে আক্রান্ত শ্রমিক ও তার পরিবারের অন্ততঃ খানিক সুরাহা হয়,
৬) ESI-এর বাইরে রাজ্যের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ-হাসপাতালে পেশাগত রোগের বিভাগ খোলা।

সিলিকোসিস-নিউমোকোনিওসিস

মহামারী

শ্রমিক মৃত্যুর নিশ্চিত আখ্যান আপনি নিরাপদ কি?

Co-ordination Committee against Silicosis and other Occupational Diseases

সিলিকোসিস ও অন্যান্য পেশাগত রোগবিরোধী সমন্বয় কমিটি

নিউমোকোনিওসিস কি?

এটি এক ধরনের রোগ যার কারণ হল নানাধরনের ধূলো, যেটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরে ঢুকে ফুসফুসকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং ধীরে ধীরে ফুসফুসকে অচল করে দেয়।

নিউমোকোনিওসিস কি যেকোন মানুষের হতে পারে?

না! সাধারনভাবে আমাদের মতন দূষিত আবহাওয়ার দেশেও বাতাসে এতটা ধূলা ওড়ে না যার থেকে নিউমোকোনিওসিস হওয়া সম্ভব। মূলতঃ পেশাগত কারণে যে সমস্ত শ্রমিক এমন অবস্থায় কাজ করতে বাধ্য হন যেখানে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশী মাত্রায় ধূলো ওড়ে, একমাত্র সেখানেই এই রোগের প্রকোপ দেখা যায়। অর্থাৎ নিউমোকোনিওসিস নিতান্তই পেশাগত রোগ।

এই রোগের চিকিৎসা কি?

এই রোগের কোন চিকিৎসা নেই। যথেষ্ট মাত্রায় ধুলো শরীরে গেলে তা ফুসফুসকে এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, যার ফল শ্বাসকষ্ট ও অন্য নানা উপসর্গ এবং শেষমেশ নিশ্চিত মৃত্যু।

সিলিকোসিস ও নিউমোকোনিওসিস কি এক?

সিলিকোসিস নিউমোকোনিওসিসেরই একটি ধরন। ধুলোর রকমফের অনুযায়ী চিকিৎসাশাস্ত্রে নানা রোগ রয়েছে, যেমন-

১) সিলিকাগুঁড়োয় কাজ করলে - সিলিকোসিস,
২) কয়লার গুঁড়ো - এন্থ্রাকোসিস,
৩) তুলোর রোঁয়া - বিসিনোসিস,
৪) আখের গুঁড়ো - ব্যাগাসোসিস,
৫) এসবেস্টস - এসবেস্টোসিস,
৬) লোহার ধূলো - সিডারোসিস,
৭) বিড়িশিল্প - টোব্যাকোসিস,
৮) পাটের আঁশ - পশ্চিমি দেশে অজানা, তাই কোনো নাম নেই।

এদের মধ্যে সম্ভবতঃ সিলিকোসিসই সবচেয়ে বিপজ্জনক।

কোন কোন শিল্পের শ্রমিকের সিলিকোসিস হয়?

সাধারণভাবে পাথর খাদান ও ক্রাশার কারখানা, কোয়ার্টজ খনি, ধাতুশিল্প, মূর্তি নির্মাণ, পাথর ঘষা, গয়নার দামী রত্ন ঘষা স্লেট-পেন্সিল কারখানা, সমস্ত ধরনের নির্মাণকার্য, পাহাড় কাটা, রাস্তা বানানো, সিমেন্ট কারখানা, ইটভাটা, সমস্ত ধরনের খাদানশিল্প ইত্যাদি সব থেকেই সিলিকোসিসের জন্ম হতে পারে।

তাই হলে সারা দেশ জুড়ে কত শ্রমিক এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন?

ভারত সরকারের কাছে এই ধরনের শ্রমিকের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সম্ভবতঃ নেই, বিশেষতঃ যেহেতু প্রায় সবাই অসংঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক। তবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বক্তব্য অনুযায়ী শুধু সংগঠিত ক্ষেত্র ও নির্মাণকার্যের শ্রমিকদের হিসেব মিলিয়েই হয়তো গোটা দেশে ১ কোটির বেশী মানুষ এই ভয়ানক বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

এই রোগের কথা কি আগে আমাদের জানা ছিল না?

ভারতবর্ষে প্রথম সিলিকোসিসের কথা জানা যায় ১৯৩৪ সালে কোলার স্বর্ণখনিতে। ১৯৪৮ সালের ফ্যাক্টরি আইনে ও ১৯৫২ সালের খনি আইনেও সিলিকোসিস-এর উলেখ আছে যেখানে বলা আছে যে এই রোগ হয়েছে জানতে পারলেই তৎক্ষণাৎ কারখানামালিককে তা সরকারকে জানতে হবে।

উন্নত দেশগুলোতেও কি এই রোগের কথা জানা?

সিলিকোসিস সমস্ত পৃথিবীরই সমস্যা। সেই প্রাচীন মিশর এবং গ্রীস থেকেই সিলিকসিস রয়েছে বলে জানা যায়। আজো দুনিয়ার সবচেয়ে উন্নত দেশগুলোতেও এই রোগের প্রকোপ আছে। কিন্তু তার প্রভাব বা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা অনেক গুণ কম হয়েছে কারণ গত ১০০ বছরে নানা আইন, নিয়ম, শ্রমিকের নিরাপত্তা ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার হয়েছে যা শ্রমিককে অনেক বেশী নিরাপত্তা দিতে পেরেছে। এই রোগের চিকিৎসা নেই আর তাই কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষাই একমাত্র রাস্তা।

আমাদের সরকারগুলো কি কোন ব্যবস্থা নিয়েছে?

গত কিছুদিন পর্যন্ত এই বিষয়ে কোন সরকারই কোন ব্যবস্থা নেয়নি। যদিও ২০১১ সালেই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সংসদে এবিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেছেন। তবে একেবারে হালে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা চলেছে, যার ভিত্তিতে এক এক করে কোনো কোনো রাজ্য সিলিকোসিস পুনর্বাসন নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে।